বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd **E-mail:** info@bmeb.gov.bd **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩১৮১০২৯৪৩১/ ২৯ /পিরোজ - ৮৫

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৮ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন হুলারহাট দারুশ শরীয়াত দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মো: মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও জাল-জালিয়াতিসহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চলমান কমিটির সভাপতির বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক জনৈক জনাব নুরুল হুদা শেখ অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সাবেক সুপার জনাব মো: নুরুল হক শেখ বিধি মোতবেক অবসরে যাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে সহ-সুপার জনাব মো: মতিউর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, নানা অনিয়ম, বিভিন্ন অনৈতিক ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হন। এমনকি অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়মিত মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকেন না এবং অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাশ নেন না কিন্তু ভারপ্রাপ্ত সুপারের সহযোগিতায় নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। অন্যদিকে সাবেক সুপার জনাব নুরুল হক শেখের অবসর জনিত কারনে সুপারের শূন্য পদে নিয়োগ লাভের হীন উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মো: মতিউর রহমান বিভিন্ন অপকর্ম ও জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেন।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি বর্ণনা মোতাবেক (০৫) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

৩০.০৯.২০২১

মো: সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদর, পিরোজপুর।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩১৮১০২৯৪৩১/ ২৯ /পিরোজ - ৮৫

৩০.০৯.২১

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৮ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সদর, পিরোজপুর;
৪. জনাব নুরুল হুদা শেখ, পো: হুলারহাট, সদর, পিরোজপুর;
৫. সুপার, হুলারহাট দারুশ শরীয়াত দাখিল মাদ্রাসা, পো: হুলারহাট, সদর, পিরোজপুর;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. অফিস কপি।

৩০/৯/২১

মো: ওমর ফারুক
উপ রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

৩০.০৯.২১

বরাবর,

রেজিস্ট্রার মহোদয়
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

বিষয় ঃ **জ্বাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া কাগজপত্রের ভিত্তিতে পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন হুলারহাট দারুস শরীয়ত দাখিল মাদ্রাসার ১৪/১০/১৮ তারিখে অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করণ ও জালিয়াতি ও অপকর্মকারী ভারপ্রাপ্ত সুপারের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা।**

সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের ২৬/১২/২০১৬ এবং ১৪/১০/২০১৮ তারিখের স্বাক্ষরে অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি সমূহের প্রজ্ঞাপন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানাচ্ছি যে, আমার পিতা মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মমতাজ উদ্দিন শেখ পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন হুলারহাট দারুস শরীয়ত দাখিল মাদ্রাসার নামে ৩ (তিন) একর সম্পত্তি দলিল মূলে দান করেন এবং উক্ত সম্পত্তিতে নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো সমূহ নির্মাণ করেন এবং তার বড় পুত্র অর্থাৎ আমার বড় ভাই মাওলানা মোঃ নূরুল হক সেখকে (কামিল) প্রতিষ্ঠাতা সুপার পদে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং মাওলানা মোঃ নূরুল হক সেখ মাদ্রাসাটিতে প্রতিষ্ঠাতা সুপার হিসেবে বিগত **১৯৭৭ সালে** যোগদান করেন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক মাদ্রাসা বিগত ০১/০১/১৯৮১ তারিখে প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আমার বড় ভাই সুপার মাওলানা মোঃ নূরুল হক সেখ এর সততা, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন এবং তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মাদ্রাসাটিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দাখিল পরীক্ষার সংখ্যা ও পাশের হার ক্রমম্বয়ে বাড়তে থাকে। মাদ্রাসাটির সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পরে এবং মাদ্রাসাটি স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাতা সুপার মাওলানা মোঃ নূরুল হক সেখ এর বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্তি হওয়ায় বিধি মোতাবেক তিনি বিগত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে সুপার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং মাদ্রাসার সহঃ সুপার মোঃ মতিউর রহমান ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব

চলমান পাতা-২

পান। ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব পাওয়ার পর সহঃ সুপার জনাব মোঃ মতিউর রহমান নিজেকে মাদ্রাসার একমাত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তি মনে করেন। তখন থেকে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, নানা অনিয়ম, অনৈতিক কর্মকান্ড সহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন বিনষ্ট করেন। বর্তমনে ইবতেদায়ী শ্রেণি থেকে দাখিল পর্যন্ত সর্বমোট ২০/২২ জন শিক্ষার্থী আছে। ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত ৪ জন এবং নিয়মিত ৪ জন মোট ৮ জন পরীক্ষার্থী পাশ করে। বিভিন্ন অনিয়ম অব্যবস্থাপনার কারণে এখন আর কোন শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে না। পঠাদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হতে চলছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা কাজ না করে বাড়ীতে বসে বেতন নিচ্ছেন। কিন্তু হাজিরা খাতায় নিয়মিত স্বাক্ষর করেন। ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমান নিজের হীনস্বার্থে মাদ্রাসার স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত আছেন।

অবসর জনিত কারণে সুপারের শূন্য পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য সহঃ সুপার মরিয়া হয়ে ওঠে। বড় অংকের অর্থ লেন-দেনের মাধ্যমে বিদ্যমান মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ তৌহিদুল ইসলাম এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর সদরকে ম্যানেজ করেন এবং মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের সম্মানিত প্রতিনিধিকে ভুল বুঝিয়ে ভূয়া কাগজপত্রের ভিত্তিতে সুপার পদে নিয়োগ পাওয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। সহঃ সুপার মোঃ মতিউর রহমান বে-আইনীভাবে সুপার পদে নিয়োগ লাভের পরও তার অপকর্ম থেমে থাকেনি।

মাদ্রাসার বিদ্যমান ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ আগামী ২৫/১২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত থাকা সত্বেও (কপি সংযুক্ত) ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমান অসৎ উদ্দেশ্যে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ম্যানেজিং কমিটির প্রজ্ঞাপন পত্রে উল্লেখিত তারিখ ২৬/১২/২০১৮ এর স্থলে ভূয়া তারিখ লিপিবদ্ধ করে ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে দেখিয়ে ভুয়া প্রজ্ঞাপনপত্র তৈরি করে এবং বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য সম্বলিত কাগজপত্রসহ নিজের দলের অনুসারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে অতিগোপনে একটি নতুন কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের দপ্তরে জমা দেন এবং সুকৌশলে ভুয়া কাগজপত্রের ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের

চলমান পাতা-৩

১৪/১০/২০১৮ তারিখের স্বাক্ষরে অবৈধ নতুন ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন দেয়া হয় (কপি সংযুক্ত)। বিদ্যমান ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ২৫/১২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত থাকা সত্বেও নতুন অবৈধ কমিটি সভাপতি মোঃ লিল্লাহ শেখ মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের অক্টোবর/২০১৮ মাসের বেতন ভাতা বিলে বিগত ০৭/১১/২০১৮ তারিখে স্বাক্ষর করেন এবং অবৈধ সভাপতির স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে বেতন ভাতা উত্তোলন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু বিদ্যমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ তৌহিদুল ইসলাম মাদ্রাসার বিল ভাতাসহ সকল কাগজপত্র সভাপতি হিসেবে স্বাক্ষর করার কথা।

ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমান কর্তৃক বে-আইনীভাবে গঠিত নতুন ম্যানেজিং কমিটির মনোনীত সভাপতি জনাব মোঃ লিল্লাহ শেখ মাদ্রাসার স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন অপকর্মে ভারপ্রাপ্ত সুপারকে পূর্ব থেকেই সহযোগিতা করে আসছেন। তার বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারীসহ এলাকায় অনেক অভিযোগ আছে। সে নেশাগ্রস্থ ও অন্যান্য অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী।

*** উল্লেখ্য পিরোজপুর জেলা পুলিশ ও মাদক নিয়ন্ত্রন বিভাগের কর্মকর্তাসহ মাদক বিরোধী অভিযানে অবৈধ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ লিল্লাহ শেখ তার মাছের ঘেরে মাদক দ্রব্য সহ বিগত ০৫/১১/২০১৮ তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় এবং মোঃ লিল্লাহ শেখকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কেস নং- ১০৮/২০১৮ তাং- ০৫/১১/২০১৮ (কপি সংযুক্ত)। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রাম্যমান আদালত, পিরোজপুর কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে ৫,০০০/- হাজার টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়। জরিমানা টাকা আদায়ের রশিদ নং- ১০২৮০৭ তাং- ০৫/১১/২০১৮ (কপি সংযুক্ত)।

*** নতুন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ লিল্লাহ শেখ বিগত ০৮/১২/২০১২ তারিখ সন্ধ্যা ১৮ঃ০৫ ঘটিকায় খুলনা খানজাহান আলী রোডস্থ আবাসিক হোটেল শেরাটনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে পতিতাসহ আপত্তিকর অবস্থায় খুলনা মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা শাখার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। কেস নং- এনজিআর ২২০২/১২। গোয়েন্দা শাখা কে,এম,পি খুলনার নন এফ,আই,আর প্রশিকিউশন নং-

চলমান পাতা-৪

৮০, তাং- ০৯/১২/১২, ধারা- ৭৭, কে,এম,পি খুলনার সাধারণ ডাইরী নং- ৯১, তাং- ০৮/১২/১২, ধারা- ১০৪ কে,এম,পি অধ্যাদেশ। (কে,এম,পি খুলনার গোয়েন্দা শাখার পুলিশী অভিযোগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত)। মেট্রোপলিটন আদালত নং- ০২, খুলনা কর্তৃক আদেশ ১ (এক) মাস কারাদন্ড ভোগ করেন এবং আদালত কর্তৃক ২০০/- (দুইশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয় (মেট্রোপলিটন, খুলনা আদালতের রশিদের কপি সংযুক্ত)।

*** আরো উল্লেখ্য যে, হুলারহাট দারুস শরীয়ত মাদ্রাসা ময়দানে বিগত ১৭/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাহফিলে মোঃ লিল্লাহ শেখ সংগীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে মুসল্লীদের উপর হামলা চালায় এবং মাদ্রাসার তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা সুপার মাওলানা মোঃ নূরুল হক সেখকে বিভিন্ন হুমকি ভয়ভীতি দেখায়। মাদ্রাসার এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য পরের দিন ১৮/১১/২০১৫ তারিখ পিরোজপুর সদর থানায় মোঃ লিল্লাহ শেখ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন (কপি সংযুক্ত)। এরূপ একজন চিহ্নিত প্রকৃত খারাপ ব্যক্তিকে মাদ্রাসার মত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসাবে মোঃ লিল্লাহ শেখকে মনোনীত করায় ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত করা হয়েছে এবং মাদ্রাসাটির চরম ক্ষতি হবে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।

এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বিগত ২৬/১২/১৬ তারিখের নং- বামাশিবো/প্রশা/২২৩৬/ নথি নং পিরোজপুর-৮৫ মোতাবেক জারীকৃত মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের প্রজ্ঞাপনে তারিখ তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ভূয়া তারিখ দিয়ে প্রজ্ঞাপন তৈরি করে গঠিত কমিটির প্রজ্ঞাপনের "ক" অনুচ্ছেদে বর্নিত প্রবিধান অনুসারে কমিটি বাতিল করন এবং ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমানের অবৈধ ও বেআইনী কর্মকান্ডের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন করছি।

চলমান পাতা-৫

উল্লেখ্য যে, আমার বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপার ব্রেন স্ট্রোক করে বর্তমানে অসুস্থ থাকায় আমার পিতা মরহুম আলহাজ মোঃ মমতাজ উদ্দিন শেখ এর উত্তরাধিকার সূত্রে এ অভিযোগ দাখিল করলাম।

(বিঃ দ্রঃ- ১৯৭৭ সালে আমার পিতা মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মমতাজ উদ্দিন শেখ তাঁর নিজের হাতে একখন্ড লিখিত অছিয়তনামায় মাদ্রাসার ওয়ারিশগণের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসাটি সুনামের সাথে পরিচালনার দায়িত্বভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন)। কিন্তু মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ মতিউর রহমান উক্ত অছিয়তনামা লঙ্ঘন করে মাদ্রাসার কমিটি সহ কোন কার্যক্রমে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করেন নি।

বিনীত নিবেদক

তারিখ ঃ

(মোঃ নূরুল হুদা শেখ)
পিতা- মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মমতাজ উদ্দিন শেখ
বর্নিত মাদ্রাসার সম্পত্তি দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা
সাং- নরখালী, ডাকঃ- হুলারহাট
উপজেলা- পিরোজপুর সদর, জেলা-পিরোজপুর।

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে অনুলিপি ঃ-</u>

১। মহা-পরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর।
৬। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।
৭। ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক, পিরোজপুর শাখা, পিরোজপুর।
(পূর্বের ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ থাকা সত্বেও অবৈধ ভাবে গঠিত কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল।